দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...14. JAN..1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ..৭......

অভিমত

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটি

সুশৃঙ্খল শ্রম ব্যবস্থা উদ্ভবের সময় থেকেই সাপ্তাহিক ছুটির প্রচলন রয়েছে। এর কারণ মনোদৈহিক, শ্রম প্রদানকারী ব্যক্তির সাপ্তাহিক শান্তি নিরসন এবং দহন নিরাময়। স্বাভাবিক কারণেই অধিকাংশ অতি উন্নত দেশে সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন এবং স্বল্পোন্নত দেশে সাপ্তাহিক ছুটি একদিন বা দেড়দিন। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সাপ্তাহিক সরকারি ছুটি করা হয়েছে ২ দিন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিশ্ববিদ্যালয় বাদে) ছাড়া। স্কুল ও কলেজে সাপ্তাহিক ছুটি ১ দিন। ব্যবস্থাটি অসম, ন্যায়-নীতি বিবর্জিত এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারও অগম্য। পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই এমন বৈষম্যমূলক সাপ্তাহিক ছুটি ব্যবস্থা চালু নেই। দাপ্তরিক নিয়মের নিগড়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী অপেক্ষা যে কোন স্তরের শিক্ষকের সাপ্তাহিক শ্রান্তি ও দহনের পরিমাণ বহুগুণ বেশি। এ অবস্থায়, এ দেশের শিক্ষকগণ, তুলনামূলকভাবে অধিক ক্লেশসাপেক্ষ সাপ্তাহিক ১ দিনের অতিরিক্ত শ্রমের জন্য কোন শ্রমমূল্য পান না। এটি শিক্ষকগণকে ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাংলাদেশে মে '৯৭ মাসে আকস্মিকভাবে ২ দিনের সাপ্তাহিক ছুটির ঘোষণা প্রদান করা হয়। প্রদত্ত যুক্তি অনুসারে ২ দিন সাপ্তাহিক ছুটির ফলে শ্রমজীবীরা আত্মীয়-বন্ধুজনদের সঙ্গে নিবিড় সামাজিক সম্পর্ক এবং গ্রামের বাড়ির সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হবেন। ফলে সাপ্তাহিক ছুটি শ্রান্তি অপনোদনসহ দেশপ্রেম বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে কাজ করবে। যুক্তি মহৎ, জাতীয় আয় এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এর সত্যতা অচিরেই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সাপ্তাহিক ছুটির দিন শনিবার বিদ্যালয় খোলা থাকায় শিশুরা তথা ছাত্রছাত্রীরা পিতামাতা তথা অভিভাবকের সঙ্গে থেকে পারিবারিক, সামাজিক ও দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়করণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে। মনে রাখতে হবে যে, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পিতামাতা/অভিভাবকের সঙ্গে থাকতে পারাটা শিশু/ ছেলেমেয়েদের অধিকার। পক্ষান্তরে, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শিশুকে সঙ্গে রাখতে পারাটা পিতামাতা/অভিভাবকের অধিকার। বাংলাদেশে শনিবারে স্কুল-কলেজ খোলা রেখে শিশু/ছেলেমেয়ে এবং পিতামাতা/অভিভাবক উভয়েরই অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

ব্যতিক্রমী বাংলাদেশ ছাড়া আর সর্বত্র কর্মজগৎ ও শিক্ষা জগতের সাপ্তাহিক ছুটির দিনসংখ্যা সমান। এর পেছনে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আমাদের দেশে হরতালের কারণে বছরে কিছুদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ কর্মসূচি ব্যাহত হয়, তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সপ্তাহে ১ দিন বন্ধ থাকা দরকার। এটি একটি নেতিবাচক সিদ্ধান্ত এবং তা একের দোষের জন্য অন্যকে শাস্তি প্রদান করা। হরতাল ডাকে রাজনৈতিক দল, ছাত্ররা বা শিক্ষকরা নয়। বছরে ৮/১০ দিন হরতালের জন্য ৫২ দিনের সাপ্তাহিক ছুটি কর্তন শিক্ষক ও ছাত্রদের মানবাধিকার হরণ করা বৈ আর কিছু নয়। হরতালের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটি ভীষণভাবে কমিয়ে দেয়া অপ্রয়োজনীয় হরতালকে বৈধতার রূপদান করছে। তাছাড়া প্রায় ৭৫,০০০ স্কুল-কলেজের (বিশ্ববিদ্যালয় বাদে) মধ্যে বছরে ১০/১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারামারি/সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য ৫/৬ দিন বন্ধ থাকতে পারে যা অবশিষ্ট বিশাল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। এই প্রকার এক একটি প্রতিষ্ঠানের ৫/৬ দিন অনভিপ্রেত বন্ধের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বছরের ৫২ দিনের সাপ্তাহিক ছুটি বন্ধ রাখা কোন সুস্থ চেতনার কথা নয়। এক্ষেত্রে র্কতব্য যে, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অনির্ধারিত বন্ধের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য শিক্ষকগণ কর্মসূচির পুনর্বিন্যাসকরত অতিরিক্ত পরিশ্রম দিয়ে ইনটেনসিভ টিচিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করেন। এ কাজ শিক্ষকেরা স্বকীয় পেশাগত দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই করে থাকেন। বছরের অনির্ধারিত কয়েকদিন বন্ধের ক্ষতি পেশাদার শিক্ষকগণের দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকারাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে ওঠা কোন কঠিন কাজ নয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটি ১ দিনে সীমিত রাখার কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের পেছনে অপর যুক্তি হলো বাৎসরিক অবকাশ ছুটি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক ৮৬ দিনের অবকাশ ছুটির সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটির সম্পর্কায়ন একটি কূট-কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবী জুড়ে মনস্তাত্ত্বিক দহন ও ক্ষয়ের কারণে বিচারক এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণের জন্য বার্ষিক অবকাশ ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে। অবকাশ বিভাগ হওয়ার জন্য কোন দেশেই বিচার বিভাগ অথবা শিক্ষাবিভাগের সদস্যগণের ২ দিনের সাপ্তাহিক ছুটিকে কমিয়ে ১ দিন করা হয়নি। এমনকি বাংলাদেশেও আদালত ২ দিন সাপ্তাহিক ছুটির জন্য বন্ধ থাকে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক কারণে স্কুল-কলেজে শৃংখলা সমস্যা থাকায় শিক্ষকগণকে অতিরিক্ত দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শিক্ষকগণের দীর্ঘস্থায়ী দহন ও ক্ষয়মুক্তি এবং শিক্ষাদানের প্রস্তুতির জন্য অবকাশ ছুটির প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। অবকাশ ছুটিকে সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা বিকারগ্রস্ত চিন্তার ফসল। আবার আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ (বিশেষ করে কলেজ)সমূহের অবকাশ ছুটি এক গাণিতিক জোচ্চুরি বই আর কিছু নয়। ফলত স্কুল-কলেজের অবকাশ ছুটির দিন সংখ্যা ৭ দিন যা পরীক্ষাপ্রস্তুতি, পরীক্ষাগ্রহণ, ভর্তি সংক্রান্ত কাজেই ব্যয় হয়। নিচের সারণিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির সার্বিক চিত্র উপস্থাপিত হলো ঃ

প্রতিষ্ঠান	সাপ্তাহিক ছুটি (দিন)	সরকারি ছুটি (দিন)	অবকাশ ছুটি (দিন)	মোট ছুটি (দিন)
সরকারি প্রতিষ্ঠান	৫২+৫২=১০৪	১৫	নাই	১১৯
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪০+১২=৫২	১৫	৮৬-(১২+১৫)=৫৯	১২৬

অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮৬ দিনের অবকাশ ছুটির মধ্যে রয়েছে ১২টি শুক্রবার এবং ১৫ দিবস সরকারি ছুটি। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৫২টি শনিবার খোলা থাকে। সুতরাং ৮৬-১২-১৫=৫৯ দিনের অবকাশ ছুটির ৫২ দিন নস্যাৎ হয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হাতে থাকে মাত্র ৭ দিন যা উপরোক্ত কার্যসমূহে ব্যয়িত হয়ে অবকাশ ছুটির ফল দাঁড়ায় শূন্য। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথিত অবকাশ ছুটির সময়ের ১২টি শনিবার বাদে শিক্ষাকার্য পরিচালনে শিক্ষকগণ ৪০ দিন অতিরিক্ত শ্রম বিনিয়োগ করছেন যার জন্য কোন পারিশ্রমিকও পাচ্ছেন না। এটা সংবিধান ও আইনের পরিপন্থী। আবার, শিক্ষার্থীদেরকে বছরে অতিরিক্ত ৪০ দিন স্বকীয় পাঠ, শখের কাজ, সামাজিক যোগাযোগ এবং অভিভাবক সাহচর্য বাদ দিয়ে কঠোর পাঠ অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা শিক্ষকগণের জন্য মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির কারণ এবং শিক্ষার্থিগণের জন্য তা রেচন পরিপন্থী ও সামাজিক গুণাবলি বিকাশের অন্তরায়। এ অবস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে যার কুফল জাতি ধীরে ধীরে পেতে শুরু করবে বলে আশংকা হয়।

উপসংহার ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটির বর্তমান অসম ব্যবস্থার ক্ষতি কাটিয়ে উঠার দু'টি বিকল্প রয়েছে। প্রথম বিকল্পটি হলো অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন ধার্য করা। দ্বিতীয় বিকল্পটি হলো শিক্ষকগণকে অতিরিক্ত শনিবারের কর্মদিবসের জন্য দ্বিগুণ হারে বেতন প্রদান করা এবং শনিবারের শিক্ষা কর্মসূচিতে বিবিধ প্রকারের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের শারীরিক যোগ্যতা বৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শৈক্ষিক অবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে উল্লেখিত ছুটি বিকল্পের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিকল্পটিকে শনাক্ত করতে হবে। সেই বিকল্পটিই হবে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটি সমস্যার সমাধান।

* মু. রিয়াজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
সরকারি জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।